Class : 4th Semester (General)
Paper : DSC - 1D

আয়োডিনের অভাবজনিত বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ কর্মসূচি :

(NIDDCP - National Iodine Deficiency Disorder Control Programme)

ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যায় ভুগছে। খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতি হলে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যায়, এই অবস্থাকে গলগণ্ড বা গয়টার রোগ বলে। থাইরক্সিনের অভাবজনিত কারণে দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়, বহু মানুষ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং বামনত্ব লাভ করে। অনেকের ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত স্নায়বিক বিকাশ ঘটে।

সমীক্ষা করে দেখা গেছে সব হিমালয় এবং তার পাদদেশ জুড়ে গলগণ্ডের সমস্যা রয়েছে। এই অঞ্চলটি উত্তর পশ্চিমে কাশ্মীর থেকে পূর্বে নাগা পাহাড় পর্যন্ত ২৪০০ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। এর মধ্যে রয়েছে হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, আসাম, মিজোরাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল প্রদেশ। এই বিস্তীর্ণ এলাকাটি গয়টার বেল্ট নামে পরিচিত। এছাড়া বিক্ষিপ্ত কতকগুলি এলাকা যেমন রাজস্থানের আরাবল্লী পর্বত, মধ্যপ্রদেশের হিমাচল এলাকা, গুজরাটের নর্মদা উপত্যকা, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চল, কর্ণাটক, কেরালা ও ঔরঙ্গাবাদ জেলার কিছু চা চাষের অঞ্চল, মহারাষ্ট্রের পুনে এবং দিল্লি আঞ্চলিক গলগণ্ড (endemic goitre) অঞ্চল বলে চিহ্নিত হয়েছে। এসব এলাকায় প্রায় আট শতাংশ লোক গলগণ্ডের শিকার।

সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৬২ সালে ভারত সরকার জাতীয় গলগণ্ড নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (NGCP - National Goitre Control Programme) নামে একটি কর্মসূচি প্রবর্তন করে, তারপর ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেল আয়োডিন মিশ্রিত লবণ খাইয়ে গলগণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তখন ১৯৯২ সালে গলগণ্ড নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি নাম বদলে আয়োডিনের অভাবজনিত বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (IDD Control Programme - Iodine Deficiency Disorder Control Programme) নামটি প্রবর্তিত হয়।

উদ্দেশ্য —

- উপযুক্ত সমীক্ষার দ্বারা গয়টার বা গলগণ্ড প্রবণ অঞ্চল চিহ্নিত করা।

- গলগণ্ড প্রবণ অঞ্চলগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং ঐ-সমস্ত অঞ্চলের জলে আয়োডিনের মাত্রা নির্ধারণ করা।
- খাদ্য লবণকে আয়োডিন সমৃদ্ধ করা। প্রতিদিন তৈরি ২০ গ্রাম খাদ্য লবণে ২৫০ মাইক্রোগ্রাম পটাসিয়াম আয়োডেট যুক্ত করে, তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।
- কিছু সময় অন্তর এই পরিকল্পনার প্রভাব লক্ষ্য করা।

পরিকল্পনার উপাদান —

আয়োডিনের অভাবজনিত বিশৃঙ্খলা সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা আবশ্যক —

→ বাজার থেকে PFA (Prevention of Food Adulteration) আইন অনুযায়ী আইন করে সাধারণ লবণ বিক্রি বন্ধ করতে হবে এবং দেশের সর্বত্র আয়োডাইজড লবণ পৌঁছে দিতে হবে।

আয়োডাইজড সল্ট অর্থাৎ সাধারণ লবণকে পটাসিয়াম আয়োডেট দিয়ে সমৃদ্ধ করে নিলে আয়োডিনের অভাব থেকে এবং গলগণ্ড প্রতিরোধ করা যায়। খাদ্যে এই লবণ ব্যবহার করলে খাদ্যের স্বাদের কোনো পরিবর্তন হয় না, প্রতি ২০ গ্রাম আয়োডাইজড সল্টে ২৫০ মাইক্রোগ্রাম করে আয়োডিন পাওয়া যায়।

→ সরকারের সদিচ্ছা দরকার।
→ উপযুক্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত লোক চাই।
→ জনসংযোগের মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে।
→ আয়োডিনের অভাবজনিত বিশৃঙ্খলা কর্মসূচি যথাযথ ভাবে চলছে কিনা সেদিকে সরকারকে নজর দিতে হবে এবং সঠিক পরিমাণে আয়োডিন মিশ্রিত লবণ প্রস্তুত করতে হবে।
→ জনসাধারণের মধ্যে আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ সম্বন্ধে ধারণা এবং আয়োডিন মিশ্রিত লবণ খাবার চেতনা বাড়াতে হবে।